গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার নভেম্বর, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২১ নভেম্বর ২০২৩
সভার সময়	দুপুর ১২:৩০টা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-‘ক’

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-৩) শাখাকে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩) আলোচ্যসূচি মোতাবেক নিম্নরূপে বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

১) অক্টোবর, ২০২৩ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভায় অক্টোবর, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। কোনরূপ সংশোধনী নেই।	সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ সিস্টেম নির্দেশনা এবং প্রতিশ্রুতির হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসে আপলোড করা।	প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ সিস্টেমে হালনাগাদ অগ্রগতি আপলোড করতে হবে।	**উপসচিব (প্রশাসন-৩ শাখা)**

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৯টি নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত। অবশিষ্ট ৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**(ক) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।**	১)সভাকে জানানো হয় যে, অক্টোবর, ২০২৩-এ ৮ হাজার ৫৮৬টি অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ৪২৭ জন আসামির বিরুদ্ধে ২ হাজার ২৮৭টি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে অক্টোবর, ২০২৩ মাসে ২৬২টি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ২৭ জন আসামির বিরুদ্ধে ২৪টি মামলা দায়ের করা হয়।	(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অভিযান পরিচালনার বিস্তারিত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
	(খ) মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।	২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি “সমন্বিত এ্যাকশন প্লান” প্রস্তুত করা হয়েছে। অক্টোবর, ২০২৩ এ সভা/সেমিনার-৮টি, আলোচনা সভা/শ্রেণি বক্তৃতা- ২৬৪টি, ১৫টি কারাগারের কারাবন্দিদের নিয়ে আলোচনা সভা, ১৩টি প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার। সর্বস্তরের জনসাধারণকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ২১৭টি মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত পোস্টার, ৪৬,৪৮৬টি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত লিফলেট, ১৩৭২টি মাদকবিরোধী ফেস্টুন, ১৭৮৫টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত কলম, ৪,৫৩২টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত খাতা, ৪,৭১১টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত স্কেল, ৭,৩৬৪টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত জ্যামিতি বক্স, ৪৫০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত টি-শার্ট, ১৪৫টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত টিস্যু বক্স, ২৭২টি মাদকবিরোধী সংবলিত ব্যাগ, ২০৫টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত মগ, ১১৪টি মাদকবিরোধী সংবলিত ছাতা, ৫০টি মাদকবিরোধী সংবলিত ক্যাপ ও ২৮১টি মাদকবিরোধী সংবলিত এক্রিলিক-পিভিসি বোর্ড বিতরণ করা হয়েছে।	(২) মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
	(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Modernization of DNC” প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। (তারিখ : ২১.০১.২০১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ)	৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগে মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসিসি প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর যাচাই-বাছাই সভা ৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

নির্দেশনা-২	**মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। (২০.০১.২০১৯, সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১)সভাকে জানানো হয় যে, “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করা হবে।	(১) কাজের যথাযথ গুণগত মান নিশ্চিত করে “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
		২) ‘৬টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ’ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে রংপুর বিভাগের বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিবর্তন হওয়ায় এবং নূতন জমি চূড়ান্ত করা সময় সাপেক্ষ বিধায় অবশিষ্ট বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ) ‘২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ’ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(২) ৬টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ,**
		৩) প্রতিটি জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮টি বিভাগের ৮টি জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৮টি বিভাগের ৯টি জেলায় (গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, বগুড়া, নাটোর, মেহেরপুর, পটুয়াখালী, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, দিনাজপুর) প্রতিটিতে ১০০টি বেড সংখ্যা এবং ৫ একর জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(৩) জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

		৪) অক্টোবর, ২০২৩ এ ৩৬৭টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে যেসকল নিরাময় কেন্দ্রে বিরূপ মন্তব্য বা পরামর্শ থাকে সেগুলো সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক/ উপপরিচালকের মাধ্যমে সংশোধন/প্রতিপালন করার জন্য নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে পত্র দেয়া হয়।	(৪) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৩	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও ফিনিশ সিডিউল চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত মাস্টারপ্ল্যান মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১৫ মে ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১) ডিপিপি চূড়ান্ত করে আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: সভাকে জানানো হয় যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। ৯টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত। অবশিষ্ট ৭টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়:

ক্রম	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা**	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**
নির্দেশনা-১	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯; সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	"ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন ১৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।	১) অনুমোদিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসে সভাকে অবহিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-২	**গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়। (তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি ৫৭টি ফায়ার স্টেশনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপির অংশ প্রস্তুত করে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি নভেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
		২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে এ বিভাগে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে 5২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
		৩) ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগ হতে প্রকল্পটির অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	৩) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

		৪) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধন করে ৫৯টি স্টেশনে রুপান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।	৪) প্রস্তাবিত ৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে (তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	এ বিভাগ হতে গত ৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে নভেম্বর, ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) পুনর্গঠিত ডিপিপি চূড়ান্ত করে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে (তারিখ ২০.০১.২০১৯): স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের প্রস্তাব ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সভাপতিত্বে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবনা প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান জেলা পর্যায়ের পদসমূহ আপগ্রেড করার লক্ষ্যে নভেম্বর, ২০২৩ মাসের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৫	**(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; (খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (তারিখ-২০.০১.২৯ স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়ন নামে (FARSOW) প্রকল্পটি নামকরণ করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এ বিভাগে চলমান রয়েছে।	১) আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অনুবিভাগ প্রধান ও অধিদপ্তরের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরীক্ষাপূর্বক যৌক্তিকতা সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৬	**নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা।**	প্রস্তাবিত “মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে এ বিভাগ হতে প্রকল্পের ডিপিপিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভা ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন প্রকল্পসমুহের ডিপিপি দুত প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান : রমনা, ঢাকা।**	৩১টি জেলায় ১২৪টি ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা শাখা হতে সরকারের ব্যয় সংকোচন/কৃচ্ছতা সাধন নীতি অনুসরণের প্রেক্ষাপটে অসম্মতি জ্ঞাপন করত প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় স্থানে বিদ্যমান জনবলকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ডুবুরি ও সহায়ক পদসহ মোট ১৩৪টি পদ সৃজনের পৃথক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি এ বিভাগ হতে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ৯২ (বিরানব্বই) পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। অর্থ বিভাগের ছক মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য এ বিভাগ হতে ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।	১) অর্থ বিভাগের পদ সৃজনের ছক মোতাবেক প্রস্তাবনা আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-১	**সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৯.০৪.২০১১) স্থান:সিরাজগঞ্জ সদর)**	চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি প্রস্তাবিত ৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা হলে ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১ মে, ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।	১) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-২	**কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-০৬.০৩.২০১০; স্থান কুড়িগ্রাম)**	ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনটি প্রস্তাবিত ৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে এ বিভাগে ২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১ মে, ২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ বিভাগে হতে প্রকল্পটি অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণীটি অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।	১) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

৪। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় :

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। (তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	কারাগারসমূহে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য 'অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি অ্যাম্বুলেন্স এর সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত এ বিভাগ হতে ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯১টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশসহ পত্র প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশ গ্রহণের নিমিত্ত এ বিভাগ হতে ২৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-২	**কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ: ২০.০১.২০১৯- স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৩ মে ২০২৩ তারিখে একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একজন কারা উপমহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে জনবলের খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে জনবল নির্ধারণের জন্য ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৩	**কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে । বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)।**	১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের জোন-এ এর মাল্টিপারপাস ভবন কমপ্লেক্স'র লে-আউটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাইল ড্রাইভ এর কাজ চলমান রয়েছে। ১১৩৮টি পাইলের মধ্যে ৭০৯টি পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। কাজের গতি ৫%। জোন-বি এর চক কমপ্লেক্স'র Ground Floor এর ছাদের ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোজাইকের অন্য প্যাটেন স্টোন ঢালাই সারফেস ড্রেন এর প্লাস্টার এবং দোকানে দরজা জানালার গ্রিলের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের গতি ৭৪%। মসজিদের ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। মিনারের কাজ চলমান। কাজের অগ্রগতি ৬৫%। জোন-সি এর ওয়ার্কশপ জোন (সাব জোন-১) এর আরসিসি কলাম এবং শিয়ার ওয়াল এর কাজ শেষ হয়েছে। গাথুনি, স্লাবকাস্টিং, রিপেয়ারিং ও ফিনিশিং এর কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৭৩%। কারা উদ্যান (সাব জোন-২) এর পদ্ধতিগত খনন ও প্রিকাস্ট পাইল ড্রাইবের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাইল হেড ব্রেকিংসহ অন্যান্য কাজ চলমান। কাজের অগ্রগতি ৩২%। কনডেম সেল এবং গ্যালোস (সাব জোন-৩) এর ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। কাজের গতি অগ্রগতি ৭৬%।	১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

		পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সাব জোন-৪ ও ৫ (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর) এর মাস্টার প্ল্যান ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ অবগত করা হয়েছে এবং তিনি এতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনাসমূহ সংশোধিত আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	২) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশার ভেটিং পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-১	**সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কারা অধিদপ্তরের জন্য বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত ৬১৬৪ সংখ্যক পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের পদ সৃজনের ছক মোতাবেক প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক ৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে উক্ত পদসমূহ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য ২৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অর্থবিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে প্রস্তাবিত জনবলের পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-২	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৪ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং হাসপাতালের জনবল চূড়ান্তকরণের জন্য ২৩ মে ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য একজন কারা উপ-মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং সে আলোকে জনবল নির্ধারণের জন্য ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভা জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, কারাগারে হাসপাতাল নির্মাণ করতে হলে তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কিনা যাচাই করে দেখতে হবে।	১) ২০০-২৫০ শয্যার কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ২) কারাগারে হাসপাতাল নির্মাণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-৩	**কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	একই ধরণের ২টি ভিন্ন প্রকল্প (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জন্য ১টি এবং খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের জন্য ১টি) গ্রহণের নিমিত্ত দুইটি পৃথক ডিপিপি প্রনয়ণের জন্য ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সিসিটিভি মনিটরিং কক্ষ নির্মাণের জন্য প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা অনুমোদন করে ১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৪	**কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	১) ইউনিফর্মড ১০ স্তরের ১৬ ক্যাটাগরি পদ এবং নন-ইউনিফর্মড ৭ স্তরের ১২ ক্যাটাগরি পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করার সংশোধিত প্রস্তাব কারা অধিদপ্তর হতে ০৯ জুলাই ২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ০৮ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভায় সচিব মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে উক্ত প্রস্তাব পুনঃবিবেচনা করার জন্য কারা অধিদপ্তরের হতে ১৮ মে ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। ২) কারা মহাপরিদর্শক পদের পদমর্যাদা ও বেতন গ্রেড ২ থেকে ১ এ উন্নীতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) কারা অধিদপ্তর হতে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

৫। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সভাকে জানান, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭টি নির্দেশনা আছে। ৫টি বাস্তবায়িত। অবশিষ্ট ২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় :

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। (খ) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। (গ) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করে এবং ১১ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য জায়গাটি অপ্রতুল হওয়ায় পার্শ্ববর্তী প্লট নং এফ-১৪/বি এর পাশ্ববর্তী এফ ১৪/এ/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের জন্য আবেদন করা হয়েছে।	(১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

		২) বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ৩৮টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	২) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
		৩) ই-টিপি ডিজাইন সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী চূড়ান্ত নমুনা কপি সরবরাহের জন্য DG Infotech Ltd কে ২১ মে ২০২৩ তারিখে পত্র দেওয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অনুবিভাগ) এর সভাপতিত্বে ১২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে G2G কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(৩) ই-টিপি ও ই-ভিসা সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২	**বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯; স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রাক্কলন চূড়ান্ত করে ১২০দিন অর্থাৎ ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পত্র পাওয়া গিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রদানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অধিগ্রহণের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সভাপতি বলেন আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	১) আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাসমূহ যথাযময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নে সকলকে আরও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.৩৪.০০২.২২.৪০৬

তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

২৯ নভেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব